J&K TERROR ATTACK

India eyes 'retaliation'

Says Indian media as troops exchange gunfire along Kashmir LoC for third day

AGENCIES

Troops from Pakistan and India exchanged fire in disputed Kashmir for a third night in a row, officials said yesterday, as Indian media reported that New Delhi is mulling military retaliation over the Kashmir terror attack.

The Indian Express newspaper yesterday quoted a top government source as saying "there will be military retaliation" and officials "are discussing the nature of the strike".

"There will be military retaliation, and we are prepared. We are discussing the nature of the strike... Since 2019, we have taken a series of measures to modernise our weapons. We have the option of targeting the terrorists from within our territory," the newspaper quoted the source as saying.

India has accused Pakistan of supporting "cross-border terrorism" after gunmen killed 26 people in the worst attack on civilians in contested Muslim-majority Kashmir for a quarter of a century.

Relations between the nuclear-armed rivals plunged to their lowest level in years after the attack.

Islamabad has denied any involvement, calling attempts to link Pakistan to the attack "frivolous" and vowing to respond to any Indian action.

SEE PAGE 8 COL 1

- Modi vows 'harshest response', says world is standing with India
- Pak troops kill 54 militants who tried to infiltrate from Afghanistan
- Indian military holds naval drills in the Arabian Sea

Battery-run rickshaw vans carrying iron rods on the Barishal-Dhaka highway. Such vehicles are not allowed on highways, as they pose a serious risk to other road users. The photo was taken in Barishal's Kashipur area.
PHOTO: TITU DAS

Qatar PM sees 'a bit of progress' on Gaza truce

Israeli strikes kill 8 more; death toll climbs to 52,243

AFP, *Doha*

Gaza mediator Qatar yesterday said there was some progress in talks in Doha this week aimed at securing a new truce in the Israel-Hamas war.

Speaking at a news conference, Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani reported "a bit of progress", in response to questions about reports of a Thursday meeting in Doha between Israel's Mossad spy agency chief David Barnea and the Qatari prime minister.

"We need to find an answer to the ultimate question: how to end this war. That's, that's basically, I think, the key point of the entire negotiations," Sheikh Mohammed added.

Qatar, alongside Egypt and the United States, brokered a truce between Israel and Hamas in Gaza which came into effect on January 19 but which did not bring a complete end to the war.

The initial phase of the truce ended in early

SEE PAGE 8 COL 1

Ishraque new DSCC mayor

Gazette issued

STAFF CORRESPONDENT

The Election Commission has issued an amended gazette notification declaring BNP-nominated candidate Mohammad Ishraque Hossain as the mayor of Dhaka South City Corporation.

The gazette cancelled the

SEE PAGE 8 COL 4

REBUILDING NATION

'Don't let evil forces get in the way'

UNB, *Dhaka*

Gono Forum President Emeritus Dr Kamal Hossain yesterday urged all to remain alert so that no evil forces or conspiracies can create obstacles to rebuilding Bangladesh as dreamt of in the Liberation War.

"The main goal of the freedom gained through the great Liberation War was to establish democracy, justice, human rights, and build a society free from exploitation," he said at a programme.

SEE PAGE 8 COL 4

Exiled poet Daud Haider no more

STAFF CORRESPONDENT

Poet Daud Haider, known for his timeless poem Janmo-i Amar Ajanmo Pap (My Birth, My Eternal Sin), died while undergoing treatment at a Berlin hospital early yesterday (Bangladesh time).

He was 73.

SEE PAGE 2 COL 4

Advertisement

সোমবার, ২৮ এপ্রিল ২০২৫, ১৫ বৈশাখ ১৪৩২

"দ্বন্দ্বে কোনো আনন্দ নাই, আপস করো ভাই
লিগ্যাল এইড আছে পাশে, কোনো চিন্তা নাই"

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৫

লিগ্যাল এইড : টার্গেট দুই লাখ মামলা নিষ্পত্তি

ড. আসিফ নজরুল
উপদেষ্টা, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়

এক বৃদ্ধ অসহায় মায়ের গল্প দিয়ে শুরু করি। শীর্ণদেহ, হাতের পলিথিনে মামলার কিছু কাগজ, চোখে দুঃসহ ক্লান্তি। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন, 'জমির মামলা। মামলা চালাইতে পারি না। আমার পেট চলে না, মামলার টাকা কই পামু?'

এমন হাজারো মানুষ রয়েছেন আমাদের চারপাশে, যাঁরা টাকার অভাবে বা সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে বিচারের দুয়ারে পৌঁছাতে পারেন না। সরকার তাঁদের বিনা মূল্যে আইনগত সহায়তা প্রদান করছে। বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিচার পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করে চলেছেন। আদালতের প্রচলিত বিচারব্যবস্থার বাইরে লিগ্যাল এইড অফিসে মধ্যস্থতার মাধ্যমে মানুষ ন্যায়বিচার পাচ্ছেন। এ রকম বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে সময় ও অর্থ—দুটোই বাঁচে।

লিগ্যাল এইডের সুফল পুরো মাত্রায় পেতে হলে আইনগত সহায়তাকে আরও গতিশীল ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে হবে। একে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। সে লক্ষ্যে বছরে দুই লাখ মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বর্তমান সরকারের আমলে লিগ্যাল এইড কার্যক্রমের সংস্কারকাজ চলমান রয়েছে। এ জন্য পারিবারিক বিরোধ ও আপসযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে আদালতে মামলা দায়েরের আগে লিগ্যাল এইড অফিসে বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া চালু করা হচ্ছে। লিগ্যাল এইড অফিসকে স্থায়ী মধ্যস্থতার কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লিগ্যাল এইড কার্যক্রমে বিচারকসংখ্যা বৃদ্ধি ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের অন্তর্ভুক্তির পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আইনগত সহায়তা সেবা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আমাদের স্বপ্ন, সমাজের প্রত্যেক মানুষ যেন দ্রুত, সহজে, বিনা মূল্যে ও হয়রানি ছাড়াই আইনগত সহায়তা পান। সে স্বপ্ন পূরণে চলছে সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের আধুনিকায়ন, সংস্কার ও সম্প্রসারণ। একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের প্রয়াসে এ অগ্রযাত্রায় আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।

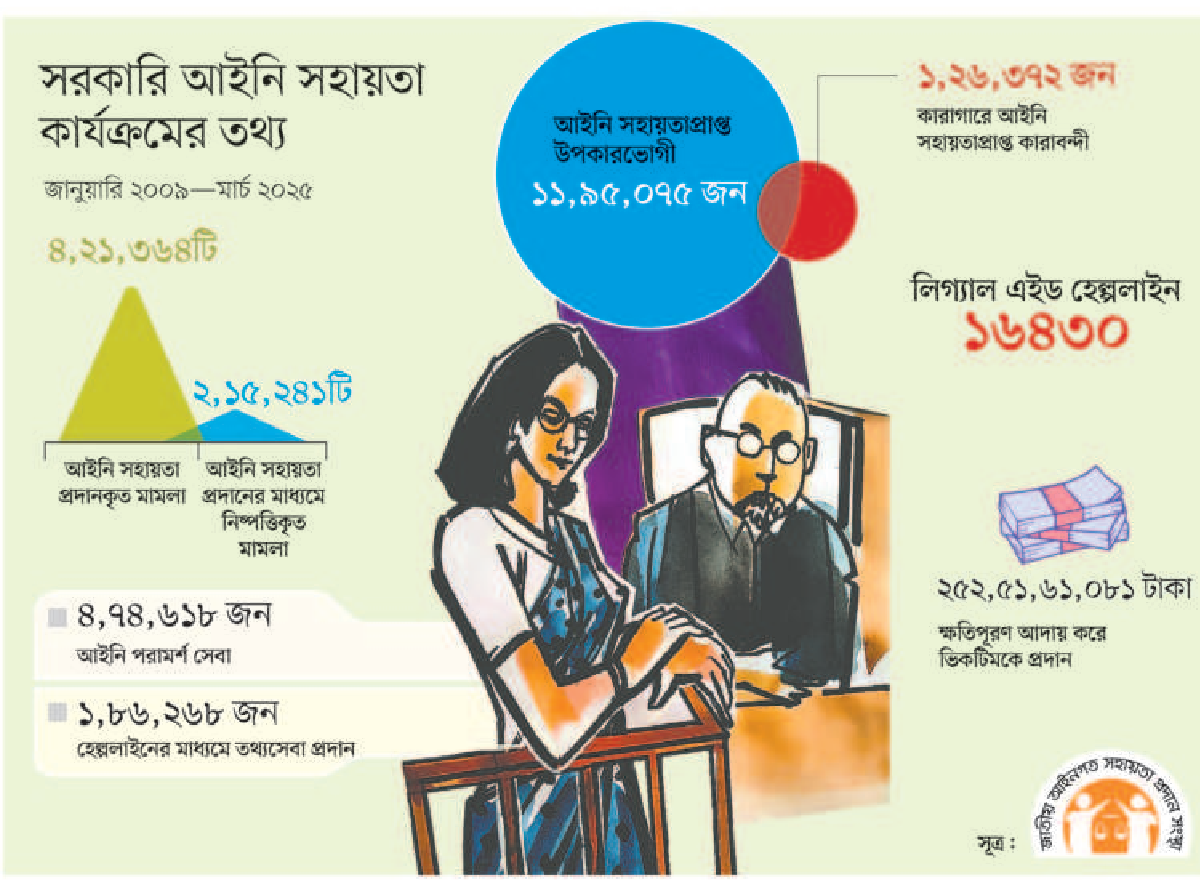

নয়নতারার সন্তান পেল পিতৃপরিচয়

সৈয়দা শিরীন আক্তার

সদ্য কৈশোর পেরোনো মেয়েটি আমার চেম্বারের দরজায় দাঁড়ানো। রোগা, ছিপছিপে গড়নের শ্যামলা রঙের মেয়েটি। নাম জিজ্ঞেস করতেই বলল, তার নাম নয়নতারা (ছদ্মনাম)। তার সঙ্গে পাঁচ-ছয় বছরের একটি মেয়ে। আমাকে জানাল, জেলা লিগ্যাল এইড অফিস থেকে তাকে পাঠানো হয়েছে।

নয়নতারাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তার বাবা ছোটবেলায় মারা গেছেন। মা অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। তার বয়স যখন ১৩, তখন তার মা তাকে পাশের বাড়িতে গৃহকর্মী হিসেবে কাজে দেন। গৃহকর্তার যুবক ছেলে নয়নতারাকে উত্যক্ত করতে থাকে; কিন্তু নয়নতারা লজ্জায় কাউকে কিছু বলতে পারে না। নানা প্রলোভনে ছেলেটি নয়নতারার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

একপর্যায়ে নয়নতারা গর্ভবতী হয়ে পড়লে তার মা টের পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে সবকিছু খুলে বলে। নয়নতারার মা যুবকটির মা-বাবার কাছে বিচার নিয়ে গেলে তারা উল্টো নয়নতারা ও তার মাকে বকাঝকা করে বিদায় করে দেন। নয়নতারা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার-চেয়ারম্যানের কাছেও বিচার পায় না। নয়নতারার মা মেয়েকে নিয়ে কোর্টে এসে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন।

মামলার তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয়নি বলে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। অথচ নয়নতারার কোলে রয়েছে একটি জীবন্ত শিশু। এ অবস্থায় সন্তানের পিতৃপরিচয় পাওয়ার আশায় আদালতে ঘুরতে ঘুরতে যখন নয়নতারা ক্লান্ত, তখন সে সরকারি লিগ্যাল এইড অফিসের কথা জানতে পেরে সেখানে যায়।

'আমি অনেক ভেবেচিন্তে নয়নতারার গর্ভজাত সন্তানের বাবা'—এই মর্মে ঘোষণামূলক ডিক্রি চেয়ে স্বত্ব মোকদ্দমা দায়ের করলাম। মোকদ্দমায় ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশের প্রার্থনা করলাম। মাননীয় আদালত ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ দিলেন; কিন্তু বিপত্তি দেখা দিল ডিএনএ পরীক্ষার খরচ নিয়ে। এই টাকা দেওয়ার সামর্থ্য বাদিনীর নেই।

আবারও দ্বারস্থ হলাম জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের। বাদিনীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, সিলেট ডিএনএ পরীক্ষার খরচ বহন করে এবং ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে বাদিনীর উল্লেখিত যুবকই নয়নতারার গর্ভজাত কন্যাসন্তানের বাবা।

সৈয়দা শিরীন আক্তার: অ্যাডভোকেট, জজকোর্ট, সিলেট

লিগ্যাল এইড অফিস থেকে প্রদত্ত সেবাগুলো

- আইনগত পরামর্শ প্রদান
- মামলা দায়েরের আগে ও পরে আপস-মিমাংসা
- বিনা মূল্যে ওকালতনামা সরবরাহ
- মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ
- আইনজীবী, মধ্যস্থতাকারী বা সালিসকারীর সম্মানী পরিশোধ
- বিনা মূল্যে মামলার কাগজপত্রের কপি সরবরাহ
- সংশ্লিষ্ট মামলায় ডিএনএ টেস্টের যাবতীয় ব্যয় পরিশোধ
- মামলার প্রাসঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় পরিশোধ

সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা
আইনি পরামর্শ, মধ্যস্থতা সেবা বা মামলায় সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন: জেলা লিগ্যাল এইড অফিস (সব জেলা), জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন/চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন।

স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের খবরে দিশাহারা হয়ে গিয়েছিলাম

আমি নীলা। খুব অল্প বয়সে মা-বাবার অমতে পাড়ার এক ছেলেকে ভালোবেসে বিয়ে করে ফেলি। মা-বাবা শেষ পর্যন্ত আমাদের বিয়েটা মেনে নেন। আমি দুই সন্তানের মা হই। মাঝেমধ্যেই আমার স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন! দু-এক বছর যেতে না যেতেই আমার কাছে যৌতুক চাওয়া শুরু করেন। যৌতুক না পেয়ে আমার ওপর অমানুষিক নির্যাতন করতেও তাঁর বাধে না।

এভাবে চলতে চলতে একসময় আমার স্বামী দুই-তিন বছরের জন্য নিখোঁজ হয়ে যান। তিনি আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখতেন না, এমনকি আমার সন্তানদেরও কোনো খোঁজখবর নিতেন না। পরে আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, আমার স্বামী দিনাজপুর জেলায় আরেকটি বিয়ে করে সেখানে তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীসহ বসবাস করা শুরু করেছেন!

এদিকে আমি আমার ছোট শিশুসন্তানসহ গরিব মা-বাবার বাড়িতে অর্ধাহারে-অনাহারে মানবেতর জীবনযাপন করছি। স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার ও সন্তানদের ভরণপোষণ দাবি করলে তিনি আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিসহ হুমকি দেন। একপর্যায়ে আমি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের কথা জানতে পারি। আরও জানতে পারি, এখানে অভিযোগ করতে কোনো খরচ হয় না।

> আমার স্বামী দিনাজপুর জেলায় আরেকটি বিয়ে করে সেখানে তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীসহ বসবাস করা শুরু করেছেন!

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে অভিযোগ করার পর এখান থেকেই আমার স্বামীর প্রতি নোটিশ জারি করে। প্রথম নোটিশে না এলেও, লিগ্যাল এইড অফিসারের আন্তরিক চেষ্টায় পরেরবার তিনি লিগ্যাল এইড অফিসে আসেন এবং জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের মাধ্যমেই আপস-মীমাংসা অনুষ্ঠিত হয়। ওই আপস-মীমাংসা সভায় আমার স্বামী তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করবেন জানানোয় আমাকে দেনমোহর বাবদ এককালীন দুই লাখ টাকা দিয়ে 'খুলা তালাক' দেন এবং আমার সন্তানদের ভরণপোষণ বাবদ মাসিক খোরপোশ দিতে সম্মত হন।

স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের খবর ও আমার খোঁজখবর নিতে অস্বীকার করায় আমি দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম। সেখানে সরকারের জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে কোনো খরচ ছাড়াই আমার দেনমোহরের পুরো টাকা একসঙ্গে পাই আর সন্তানদের মাসিক খোরপোশের ব্যবস্থা হওয়ার মাধ্যমেও তাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হয় খুব অল্প সময়ে! আমি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারকে ধন্যবাদ জানাই।

নীলা: লিগ্যাল এইড সেবাগ্রহীতা, রাজবাড়ী।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জমির দখল ফিরে পেলেন

মো. আবু সাঈদ

আমি চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার হিসেবে কর্মরত। হঠাৎ একজন সেবাপ্রার্থী রফিকুল ইসলাম (ছদ্মনাম) উপস্থিত হন আরেকজন মানুষের সহায়তায়। কারণ, তিনি বাক্‌প্রতিবন্ধী, অসহায় ও বয়োবৃদ্ধ।

পেশায় রফিকুল ইসলাম একজন কৃষক। তাঁর তিল তিল করে জমানো টাকা দিয়ে সরল বিশ্বাসে নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে তিনি কিনেছিলেন ৭ দশমিক ৭০ শতক জমি। কিন্তু তিনি প্রতিবন্ধী হওয়ায় তাঁর অসহায়ত্বের সুযোগে জমির দখল তাঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন না সেই আত্মীয়।

আমি রফিকুল ইসলামের কথা জেনে তাঁর আবেদন গ্রহণ করি, তাঁর প্রতিপক্ষের প্রতি নোটিশ জারি করি। নোটিশ পেয়েই পরবর্তী ধার্য তারিখে প্রতিপক্ষ আমার অফিসে হাজির হন, বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি করি। প্রতিপক্ষ তাঁর অন্যায় বুঝতে পারেন, সম্মত হন বাক্‌প্রতিবন্ধী রফিকুল ইসলামকে তাঁর কেনা ৭ দশমিক ৭০ শতক জমির দখল বুঝিয়ে দিতে।

মাত্র এক মাসের মধ্যেই আবেদনকারী জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের মধ্যস্থতায় ফিরে পান তাঁর জমির দখল!

সরেজমিনে মো. আবু সাঈদ (মাঝে)

দেওয়ানি আদালতে মামলা করা হলে প্রক্রিয়াগত কারণে হয়তো কয়েক বছর সময় লাগত। আর বাক্‌প্রতিবন্ধী অসহায় ব্যক্তির শেষ সম্বল জমির দখল ফিরে পাওয়া হয়তো শুধু স্বপ্ন হিসেবেই থেকে যেত।

এমন সব অসহায় মানুষের ভরসার স্থল জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, বিনা খরচে বিচারকের মধ্যস্থতায় প্রতিদিন অসংখ্য এমন অসহায় মানুষের বিরোধ নিষ্পত্তি করছি আমরা, দিচ্ছি বিনা মূল্যে আইনি তথ্য ও পরামর্শ, সাধারণ মানুষের আইনি অধিকার দ্রুততম সময়ে বিনা খরচে নিষ্পত্তি করছি, সারা দেশে ৬৪ জেলায় সরকারের রয়েছে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস।

মো. আবু সাঈদ: জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, আইন ও বিচার বিভাগ; আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়। ওয়েবসাইট: www.nlaso.gov.bd